কলকাতা হাই কোর্ট

মহামান্য বিচারপতি **অজয় কুমার মুখার্জি**

বদন চন্দ্র আদক বনাম শোভন ব্যানার্জি

সি ও ১৭৯৫/২০১৬, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ২৪/১১/২০২২ তারিখে

ফৌজদারি কার্যবিধি (৫/১৯০৮), ষষ্ঠ আদেশ বিধি ১৭ - লিখিত বিবৃতি সংশোধন-প্রত্যাখ্যান-অনির্দিষ্টকালের জন্য কার্যধারা বিলম্বিত করার সুযোগ নেওয়ার জন্য দায়ের করা সংশোধনী আবেদন, যাতে বাদী কর্তৃক প্রাপ্ত ডিক্রি হতাশ হয়-প্রস্তাবিত সংশোধনী, যা কেবল অসঙ্গতিপূর্ণই নয়, স্পষ্ট চিন্তাভাবনাও রয়েছে, যার অন্তর্ভুক্তির কোনও প্রয়োজন নেই কারণ ভাড়াটিয়া স্বত্বের আত্মসমর্পণ সম্পর্কে বিতর্ক ইতিমধ্যে বিচার আদালত দ্বারা বিশদভাবে বিবেচনা করা হয়েছে এবং অবশেষে রায় দেওয়া হয়েছে-প্রত্যাখ্যান, যথাযথ- খরচ আরোপিত হয়েছে।

(অনুচ্ছেদ ১১)

উল্লেখিত মামলাঃ	**সংখ্যানুক্রমিক অনুচ্ছেদসমুহ**
এআইআর ২০২১ এসসি (সাপোর্ট) ৪১২:এ আই আর অনলাইন ২০২০ এসসি ৮৪৭	অনুচ্ছেদ নং (৪)
এ আই আর অনলাইন ২০১২ এসসি ৪৩০	অনুচ্ছেদ নং (৩)
এআইআর ২০১২ এসসি ১৮৮৭:২০১২ এ আই আর এসসিডব্লিউ ২২৫৭	অনুচ্ছেদ নং (৩)
২০১০ এস. সি. সি অনলাইন পি এবং এইচ ৫৫২৮	অনুচ্ছেদ নং (৪)
এআইআর ২০০৬ এসসি ২৮৩২:২০০৬ এ আই আর এসসিডব্লিউ ৩৯৫৬	অনুচ্ছেদ নং (৩)
এআইআর ২০০৭ এসসি ৮০৬:২০০৭ এ আই আর এসসিডব্লিউ ৫১৩	অনুচ্ছেদ নং (৯)
এ আই আর অনলাইন২০০১ ক্যাল ৮	অনুচ্ছেদ নং (১০)
এ আই আর ২০০১ এস সি ৬৯৯২০০১ এ আই আর এসসিডাব্লিউ৩৪২	অনুচ্ছেদ নং (৩)
এ আই আর ১৯৬৯এসসি ১২৬৭	অনুচ্ছেদ নং (৩)
৮৫ সি. ডব্লিউ. এন ৪৯৪	অনুচ্ছেদ নং (৬)

আইনজীবীদের নাম

পিটিশনারের পক্ষে বুদ্ধদেব ঘোষাল সৌরি ঘোষাল; প্রতিবাদী পক্ষে শ্রীমতী সুস্মিতা চ্যাটার্জি, শ্রীমতী ডি গাঙ্গুলি, কে ভট্টাচার্য।

---

1. **আদেশঃহাওড়ার উলুবেরিয়ার** অতিরিক্ত জেলা জজ কর্তৃক টাইটেল আপীল নং ১৬৫/২০১১ মামলায় ১৪/০৯/২০১৫ তারিখের প্রদত্ত আদেশ নং ৩৫ এর রায়ে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়ে বর্তমান সংশোধনমূলক আবেদনটি রাখা হয়েছে।বিচারিক আদেশ দ্বারা নিম্ন আদালত দেওয়ানি কার্যবিধির ষষ্ঠ আদেশ বিধি ১৭-এর অধীনে সংশোধনের জন্য আপিলকারীর আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছিল।

2. আবেদনকারী যুক্তি দিয়েছিলেন যে হিরেণ বন্দ্যোপাধ্যায় অধুনা মৃত, আবেদনকারী/প্রতিবাদীকে মামলাভুক্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রাঙ্গণের ভাড়াটিয়া হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।২২.০৬.১৯৯৭ তারিখের আত্মসমর্পণের বিতর্কিত চিঠির ভিত্তিতে

বলেন, হিরেণ ব্যানার্জি অধুনা মৃত, বাদী হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ প্রাঙ্গণ ভাড়াটে আইন, ১৯৫৬-এর ধারা ১৩ (কে) এবং (জে)-এর অধীনে উচ্ছেদের জন্য তাত্ক্ষণিক মামলা দায়ের করেছেন।

মামলা বিচারাধীন থাকাকালীন হিরেণ ব্যানার্জি নিঃশর্তভাবে মারা যান এবং মূল বাদীর (অধুনা মৃত), অনুসারে বিবাদী মামলা প্রাঙ্গণের মাসিক ভাড়াটিয়া ছিলেন ২০০/-টাকা ইংরেজি ক্যালেন্ডার মাস অনুযায়ী প্রতি মাসে প্রদেয় ভাড়ার হিসেবে।ট্রায়াল কোর্টের সামনে পেশ করা জবানবন্দি অনুসারে আবেদনকারী ২২.০৬.১৯৯৭ তারিখে তার ভাড়াটিয়া থাকার অধিকার সমর্পণ করেছেন এবং ০১.০১.১৯৯৯ তারিখের পর থেকে বিবাদী আর মামলাভুক্ত সম্পত্তির ভাড়াটিয়া নন।হীরেন ব্যানার্জি ০৮.০৬.২০০৫ তারিখে প্রমাণের হলফনামাটি নিশ্চিত করেছেন।আবেদনকারী যুক্তি দিয়েছিলেন যে আবেদনকারী ১৯.০৪.২০১১ তারিখে উচ্ছেদের ডিক্রি ভোগ করেছেন যার বিরুদ্ধে টাইটেল আপিল নং ১৬৫/২০১১ মামলাটি হাওড়ার মাননীয় জেলা বিচারকের কাছে দায়ের করা হয়েছিল, যা এখন নিষ্পত্তি করার জন্য উলুবেরিয়ার মাননীয় অতিরিক্ত জেলা বিচারকের কাছে বিচারাধীন রয়েছে।আবেদনকারী আরও যুক্তি দিয়েছিলেন যে এখানে আবেদনকারীর মূল আইনজীবী মারা গেছেন এবং এটি নবনিযুক্ত আইনজীবীর পরামর্শে, লিখিত বিবৃতি সংশোধনের জন্য একটি আবেদন মাননীয় আপিল আদালতে দায়ের করা হয়েছিল এবং বিতর্কিত শুনানির পরে আপিল আদালত লিখিত বিবৃতি সংশোধনের জন্য আবেদনকারীদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করে আদেশ দেন, মূলত এই ভিত্তিতে যে এটি বিলম্বিত এবং কিছু তথ্য ইতিমধ্যে রেকর্ডে রয়েছে।

3. আবেদনকারীর পক্ষে মাননীয় আইনজীবী বুদ্ধদেব ঘোষাল যুক্তি দিয়েছিলেন যে নিম্ন আদালত অবৈধভাবে এবং বিতর্কিত আদেশ পাস করার ক্ষেত্রে বস্তুগত অনিয়মের সাথে কাজ করেছে এবং তিনি আইন দ্বারা প্রদত্ত এক্তিয়ার প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়েছেন।নিম্ন আদালত বিলম্বের ভিত্তিতে লিখিত বিবৃতি সংশোধনের আবেদন প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রে বস্তুগত অনিয়মের সাথে কাজ করেছে।

তিনি আরও বলেন যে, দেওয়ানি কার্যবিধির (সিপিসি) ১০৭ ধারার অধীনে মাননীয় আপিল আদালত উক্ত পিটিশনের নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বিচার আদালতের ক্ষমতার সাথে একই ক্ষমতা উপভোগ করে।প্রকৃতপক্ষে, পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধের কার্যকর ও চূড়ান্ত বিচারের জন্য প্রস্তাবিত সংশোধনীর প্রয়োজন হলে বিলম্ব প্রত্যাখ্যানের কোনও ভিত্তি নয়।শ্রী ঘোষাল আরও বলেন যে, প্রস্তাবিত সংশোধনীটি সত্যের ব্যাখ্যার জন্য প্রয়োজনীয় এবং যদি এটি অন্তর্ভুক্ত করা হয় তবে বিপরীত পক্ষের পূর্বধারণার কোনও কারণ থাকবে না।এই প্রসঙ্গে শ্রী ঘোষাল (২০১২) ৫ এস. সি. সি. ৫৮৩: (এ. আই. আর. অনলাইন ২০১২ এস. সি. ৪৩০), (২০০৬) ৬ এস. সি. সি.৪৯৮: (এ. আই. আর. ২০০৬ এস. সি.২৮৩২), (২০০১) ২ এস. সি. সি. ৪৭২: (এ. আই. আর. ২০০১ এস. সি. ৬৯৯), ২০১২) ৫ এস. সি. সি. ৩৩৭: (এ. আই. **আর. ২০১২ এস. সি.** ১৮৮৭), এ. আই. আর. ১৯৬৯ এস. সি. ১২৬৭-এ বর্ণিত

মামলার আইনের উপর নির্ভর করেছেন এবং যুক্তি দিয়েছেন যে প্রযুক্তিগত ভিত্তিতে সংশোধনী আবেদন প্রত্যাখ্যান করা যাবে না।

শ্রী **ঘোষাল আরও যুক্তি দেখান** যে, **এমনকি (২০১২) ৫ এস.** সি. সি ৫৮৩: (এ. আই. আর. অনলাইন ২০১২ এস. সি ৪৩০)-এ রিপোর্ট করা দাজি রাওজি প্যাটেলের মামলায়ও শীর্ষ আদালত হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকার করে, যেখানে মামলা দায়ের করার 30 বছর পর **প্রথম আপিল আদালত দ্বারা** অনুমোদিত আবেদনের সংশোধনী অনুমোদিত হয়।এবং (২০০১) ২ এস. সি. সি ৪৭২: (এ. আই. আর ২০০১ এস. সি ৬৯৯)-এ রিপোর্ট করা রাগু থিলাক ডি-জনের মামলায়, শীর্ষ আদালত রায় দেয়, যেখানে এটি যুক্তিসঙ্গত যে সংশোধনের মাধ্যমে চাওয়া রিলিফ **সীমাবদ্ধতার আইনের ভিত্তিতে হবে,** সংশোধনী এখনও অনুমোদিত হওয়া উচিত।

4. বিরোধী পক্ষের পক্ষ থেকে মাননীয় কৌঁসুলি শ্রী গাঙ্গুলী বলেন যে আবেদনকারীর পক্ষে মাননীয় কৌঁসুলি দ্বারা উদ্‌ধৃত রায় প্রযোজ্য নয় কারণ সেই ক্ষেত্রে বিতর্কিত প্রকৃত প্রশ্নের বিচারের জন্য প্রস্তাবিত সংশোধনী প্রয়োজন ছিল।উপরন্তু আবেদনকারীর দ্বারা সংশোধনের জন্য পূর্ববর্তী আবেদনটি পর্যালোচনার পরে এটি স্পষ্ট যে ট্রায়াল কোর্টের সামনে একই আবেদন করা হয়েছিল।

উপরন্তু রায় থেকে এটিও প্রতিফলিত হয় যে মাননীয় বিচার আদালত সংশোধনীর মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য চাওয়া যুক্তিটি বিবেচনা করেছে এবং শেষ পর্যন্ত উক্ত বিষয়টি বিবেচনা করার পরে রায়টি প্রদান করেছে।এই প্রসঙ্গে বিপরীত পক্ষের মাননীয় কৌঁসুলি ২০১০ সালের এস. সি. সি অনলাইন পি এবং এইচ ৫৫২৮ (২০২০) ১১ এস. সি. সি ৫৪৯: (এ. আই. আর ২০২১ এস. সি (সাপোর্ট)৪১২)-এ রিপোর্ট করা মামলার আইনের উপর নির্ভর করেছিলেন।

5. আমি নথিতে থাকা উপাদানগুলি যত্ন সহকারে পর্যবেক্ষণ করেছি এবং উভয় পক্ষের পেশ করা বিষয়গুলিও বিবেচনা করেছি।ট্রায়াল কোর্টে আবেদনকারীর দায়ের করা লিখিত বিবৃতি পর্যালোচনার পরে এটি উপস্থিত হয় লিখিত বিবৃতির ১৩ অনুচ্ছেদে আবেদনকারী যে আবেদনটি করেছেন তা হল, অভিযোগপত্রে উল্লিখিত সম্পত্তিটি হরিপদ ভট্টাচার্যের ছিল, যিনি বাদী এবং গোরা ভট্টাচার্য নামে দুটি পুত্র এবং এক কন্যাকে রেখে মারা গেছেন।প্রায় ২৫ বছর আগে হরিপদ-এর উত্তরাধিকারীরা প্রতিবাদীকে মাসিক ভাড়াটিয়া হিসেবে ১২৫ টাকা মাসিক ভাড়ায় নিয়োগ করেছিলেন এবং এইভাবে বিবাদী মৃত হরিপদ-এর দুই পুত্র ও কন্যার অধীনে ভাড়াটে হওয়ায়, তাদের মাসিক ভাড়া প্রদান করছে।লিখিত বিবৃতির ১৩ নং অনুচ্ছেদে আরও বলা হয়েছে যে, প্রতিবাদী/আবেদনকারী বাদীর সহপাঠী ছিলেন এবং তাদের মধ্যে খুব আন্তরিক সম্পর্ক ছিল এবং যার জন্য প্রতিবাদী এবং প্রতিবাদীর স্ত্রী কখনও তাদের অবিশ্বাস করেননি।১৯৯৭ সালের জুন মাসে হঠাৎ বাদী এবং তার ভাই ও বোন প্রতিবাদী ও তার স্ত্রীর কাছে এসে বলেন, বৈদ্যুতিক সংযোগ নেওয়ার জন্য নতুন নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি ভাড়াটিয়ার নামে মিটার লাগাতে হবে এবং যার জন্য

ভাড়াটিয়াকে বাড়ির মালিকের মাধ্যমে আলাদা মিটার পাওয়ার জন্য আবেদনপত্র প্রস্তুত করতে হবে।তদনুসারে প্রতিবাদী এবং তার স্ত্রীকে ফাঁকা কাগজে স্বাক্ষর করতে বলা হয়েছিল এবং সেই সময় বাদীরা তাদের আশ্বাস দিয়েছিলেন যে স্বাক্ষরিত ফাঁকা কাগজটি নতুন মিটার পাওয়ার জন্য আবেদন হিসাবে ব্যবহার করা হবে এবং উলুবেরিয়ার বৈদ্যুতিক অফিসে জমা করা হবে।পক্ষগুলির মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক এবং আস্থার কারণে, প্রতিবাদী এবং তার স্বামীকে ফাঁকা কাগজে স্বাক্ষর করতে হয়েছিল কিন্তু এখন এটি স্পষ্ট হয়ে গেছে যে জালিয়াতি, অযৌক্তিক প্রভাব এবং ভুল উপস্থাপনা প্রয়োগ করে বাদী উক্ত ফাঁকা কাগজটি আত্মসমর্পণের চিঠিতে পরিণত করেছে।প্রকৃতপক্ষে, অভিযোগে উল্লিখিত ২২.০৬.১৯৯৭ তারিখের আত্মসমর্পণের চিঠিটি একটি প্রতারণামূলক নথি এবং এর উপর কখনও ব্যবস্থা নেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল না।উক্ত লিখিত বিবৃতিতে একটি বিকল্প আবেদন করা হয়েছে যাতে বলা হয়েছে যে বাদীদের দেওয়া ইজারা দেওয়ার মেয়াদ ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গেছে এবং হরিপদ ভট্টাচার্যের বৈধ উত্তরাধিকারীদের মামলাভুক্ত প্লটে কোনও অধিকার নেই এবং এটি ইতিমধ্যে সরকারের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে।উক্ত তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতেও প্রতিবাদীকে মামলাভুক্ত সম্পত্তি থেকে বের করে দেওয়া যায় না।

6. টাইটেল সুট নং ৮৮/২০০০-এ বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় পর্যালোচনার ভিত্তিতে, এটি প্রতীয়মান হয় যে মাননীয় নিম্ন আদালত "ইস্যু নম্বর ৪ এবং ৬" শিরোনামে বিষয়টি যথাযথভাবে বিবেচনা করেছেন এবং নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণ করেছেনঃ_

'দুটি বিষয়ই একসঙ্গে আলোচনা করা হয়।এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা পক্ষদের দ্বারা উপস্থাপিত প্রমাণের আলোকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।এটি একটি স্বীকৃত অবস্থান যে প্রতিবাদীগণ মামলাভুক্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে ভাড়াটিয়া ছিল ০১.১২.১৯৯৮ পর্যন্ত এবং ০১.০১.১৯৯৯ থেকে প্রতিবাদীগণ মামলাভুক্ত সম্পত্তির অনধিকার প্রবেশকারী হয়ে ওঠে।ভাড়াটিয়া স্বত্ব সমর্পণ সম্পর্কিত নথিগুলি প্রতিবাদীগণ দ্বারা ২২.০৬.১৯৯৭-এ কার্যকর করা হয়েছে যা ০১.০১.১৯৯৯ থেকে কার্যকর হবে।বিবাদী পক্ষের মাননীয় আইনজীবী বলেন যে, ভাড়াটিয়া স্বত্ব সমর্পণ সম্পর্কিত নথি বাদী জালিয়াতির মাধ্যমে পেয়েছেন কিন্তু ডি ডবলু দ্বারা উপস্থাপিত পুরো প্রমাণের পর্যালোচনার পরে। কিছুই স্পষ্ট নয় যে আসামীকে সাদা কাগজের উপর স্বাক্ষর করতে বাধ্য করা হয়েছিল যা পরবর্তীকালে ভাড়াটিয়া স্বত্ব সমর্পণ সম্পর্কিত নথিতে তৈরি করা হয়েছিল।অন্যদিকে, বিবাদী যে আবেদনটি গ্রহণ করেছেন তা জেরায় প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল যখন তিনি জেরায় স্বীকার করেছিলেন যে "উক্ত দুটি কক্ষের উপর বৈদ্যুতিক সংযোগ রয়েছে"।এটি স্পষ্টভাবে একটি ধারণা দেয় যে বৈদ্যুতিক সংযোগ ছিল এবং বিবাদী, সর্বোপরি অন্য কোনও উদ্দেশ্যে নথিটি কার্যকর করতে পারত তবে বৈদ্যুতিক সংযোগ পাওয়ার জন্য নয়।জেরা চলাকালীন তিনি আরও স্বীকার করেন যে, বিদ্যুৎ সরবরাহ পাওয়ার জন্য সাদা কাগজে বাদী যে স্বাক্ষর পেয়েছেন সে সম্পর্কে তিনি স্থানীয় থানায় কোনও অভিযোগ দায়ের করেননি।মনে যে প্রশ্নটি আসে তা হল মামলা দায়ের না হওয়া পর্যন্ত তিনি কেন এত দীর্ঘ সময় ধরে চুপ করে

ছিলেন এবং তারপর তিনি এই আবেদনটি নিয়ে এসেছিলেন।সুতরাং, সাদা কাগজে স্বাক্ষর সম্পর্কিত আবেদন এবং ভাড়াটিয়া সংক্রান্ত তৈরি করা নথিগুলি ভাল নয়। অন্যদিকে, বিবাদী তাঁর জেরায় স্বীকার করেছেন যে, ১৯৮৯ সালের ডিসেম্বরের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তিনি হীরেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে ভাড়াটিয়ার অধিকার সমর্পণ করেছেন এবং স্বেচ্ছায় স্বাক্ষর করে ভাড়াটিয়া স্বত্ব সমর্পণের নথি কার্যকর করেছেন।সুতরাং, ডি দবলু ১ -এর সম্পূর্ণ জেরা থেকে এটি স্পষ্ট যে তিনি নিজের ইচ্ছায় ভাড়াটিয়া স্বত্ব সমর্পণের নথি কার্যকর করেছিলেন এবং এটি তৈরি নথি নয়।যখন পি. ডব্লিউ. ১-কে জেরা করা হয়, তখন এটি প্রমাণিত হয় যে বিবাদী পি. ডব্লিউ. ১-এর উপস্থিতিতে সমর্পণের দলিলের উপর স্বাক্ষর করেছেন এবং ভাড়াটিয়া স্বত্ব সমর্পণের পরেরটি পি. ডব্লিউ ১ -এর বাবার পক্ষে কার্যকর করা হয়েছে।

আরেকটি প্রশ্ন যা উঠে এসেছে তা হল বিবাদীকে নোটিশ দেওয়ার প্রয়োজন আছে কিনা কারণ এটি ভাড়াটিয়ার উচ্ছেদের সাথে সম্পর্কিত মামলা।বিবাদী পক্ষের মাননীয় উকিল বলেন যে, উচ্ছেদের ক্ষেত্রে বিবাদী/ভাড়াটিয়াকে নোটিশ প্রদান করা একটি বাধ্যতামূলক এবং এর থেকে কোনও বিচ্যুতি হতে পারে না।প্রতিবাদী পক্ষের মাননীয় আইনজীবির উত্থাপিত বিতর্কের জবাবে বাদী পক্ষের মাননীয় আইনজীবী শ্রী মজুমদার ৮৫ সি. ডব্লিউ. এন ৪৯৪-এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন যেখানে আদালত সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে যদি উচ্ছেদের আবেদনটি ১৩(১) (কে)-এর অধীনে খালি করার চুক্তির ভিত্তিতে হয় তবে ডব্লিউ. বি. পি. টি আইন, ১৯৫৬-এর ১৩(৬)-এর অধীনে নোটিশ দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।সুতরাং, প্রতিবাদীকে নোটিশ দেওয়ার প্রশ্নটি মোটেই প্রয়োজনীয় নয়।পূর্বে করা সমস্ত আলোচনার বিবেচনার পরে এটি স্পষ্ট যে ০১.০১.১৯৯৯ এবং তার পর থেকে প্রতিবাদীর উপর ভাড়াটিয়া স্বত্ব সমর্পণ সম্পর্কিত নথি কার্যকর করার কারণে মামলাভুক্ত সম্পত্তিতে অনধিকার প্রবেশকারী হয়ে ওঠে এবং একই নথিটি প্রতিবাদী দ্বারা অভিযোগ করা হিসেবে বাতিল নয় এবং এটি প্রতিবাদীর উপর বাধ্যতামূলক।সুতরাং, উভয় বিষয়ই বাদীর পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

7. এখন আপিল আদালতে দাখিল করা সংশোধনীর তফসিল পর্যালোচনার পর, অনুবাদকৃত সংস্করণ থেকে মনে হয় যে সংশোধনীর তফসিলটি নিম্নরূপঃ- "সংশোধনীর তফসিল

"পূর্বোক্ত কারণগুলির জন্য" শব্দের আগে লিখিত বিবৃতির ১৩ অনুচ্ছেদের শেষে, লিখিত বিবৃতিতে নিম্নলিখিত অংশটি যুক্ত করা হবেঃ_

এখন বিবাদী আরও পেশ করেছেন যে প্রকৃতপক্ষে ১৯৯৭ সালে, মূল বাদী বিবাদী এবং তার স্ত্রীর কাছে দুটি পৃথক সাদা কাগজ নিয়ে এসেছিলেন বাদীর অনুকূলে পৃথক বৈদ্যুতিক মিটার প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে তাদের স্বাক্ষর সাদা কাগজে নিতে যা তার প্রাপ্তির জন্য জোরালো স্বাক্ষর হবে। প্রকৃতপক্ষে, ১৯৯৭ সালে ভাড়াটিয়া স্বত্ব সমর্পণের কোনও চুক্তি হয়নি।এখন পর্যন্ত প্রতিবাদী ১৯৯৭ সালে স্মরণ করেছেন যে, বাদীর (অধুনা মৃত) অনুরোধে ১৯৮৮

সালের ডিসেম্বরের শেষের দিকে মামলাভুক্ত ঘরটি বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ্য বজায় রাখার জন্য ছেড়ে দিতে সম্মত হয়েছিলেন, উক্ত বাদী নিজের হাতের লেখায় বিরোধ পত্রের খসড়া তৈরি করেছিলেন এবং এই প্রতিবাদী ও তাঁর স্ত্রী তাতে স্বাক্ষর করেছিলেন।বাদী একটি অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য নিয়ে উক্ত চিঠিটি এমনভাবে লিখেছেন যেন এটি ১৯৯৭ সালে লেখা হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে শেষ দুটি লাইন মামলা করার উদ্দেশ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং আদালতে দায়ের করা হয়েছে যাতে প্রমাণ করা যায় যে উক্ত চিঠিটি ১৯৯৭ সালে লেখা হয়েছিল।জালিয়াতি ব্যবহার করে ৮ নম্বর অঙ্কটি কারচুপি করা হয়েছে এবং মামলার উদ্দেশ্যে খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে ব্যবহার করা হয়েছে।

এই বিবাদী আরও পেশ করেছেন যে যদিও ১৯৮৮ সালের ডিসেম্বরের শেষের দিকে উক্ত কক্ষটি সমর্পণ করার বিষয়ে বোঝাপড়া ছিল, তবে দীর্ঘস্থায়ী সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক এবং বিশ্বাস এবং বাদীর প্রয়োজনের অপব্যবহারের পরিপ্রেক্ষিতে,প্রতিবাদী এবং তার স্ত্রীকে মাসিক ভাড়া প্রাপ্তির পরে ভাড়াটে হিসাবে চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল এবং গ্রহণ করা হয়েছিল।

এটিও বলা হয়েছে যে, এল. আর. আইন, ১৯৮৬-এর ধারা ৩(এ) সংশোধনের পরে, সর্বাধিক শিরোনামের মাধ্যমে, বাদীটির শিরোনাম, মামলাভুক্ত সম্পত্তি রাষ্ট্রের হাতে ন্যস্ত এবং ১ নং খতিয়ান এ নথিভুক্ত করে প্রকৃত বাদীর মৃত্যুর পরে বা সেই সময় বাদী তার সমস্ত দাবি হারায় এবং তার উত্তরাধিকারী কিছুই উত্তরাধিকার সুত্রে কিছু পায় নি।

৪. উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলির পরিপ্রেক্ষিতে এটি স্পষ্ট যে বিবাদী/আপিলকারী লিখিত বিবৃতিতে সংশোধনের মাধ্যমে যে বিষয়টি প্রতিস্থাপন করতে চান, তাদের মূল লিখিত বিবৃতিতে একটি নতুন গল্প তৈরি করার চেষ্টা করা হয়েছে।যেহেতু প্রমাণের সময় এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে ভাড়াটিয়া প্রাঙ্গনে পূর্ববর্তী বৈদ্যুতিক সংযোগ ছিল এবং প্রতিবাদী স্বেচ্ছায় সমর্পণের দলিল কার্যকর করেছিল, যেমনটি রায়ে প্রতিফলিত হয়েছে, তাই সংশোধনীর মাধ্যমে তারা এখন একটি নতুন গল্প গুছিয়ে নিতে চায় যে ১৯৮৮ সালে সমর্পণের কথা বলা হয়েছিল এবং ১৯৮৮ সালে সমর্পণের একটি দলিল স্বাক্ষরিত হয়েছিল যা পরবর্তীকালে "৮" অঙ্কের কারচুপি করে জালিয়াতি করা হয়েছিল, যা তিনি লিখিত বিবৃতি দাখিল করার সময় মনে করতে পারেননি এবং এখন তিনি বাদী দ্বারা করা উক্ত সম্পাদন এবং পরবর্তী কারচুপি ঘটনার কথা স্মরণ করেছেন, যা তিনি আপিল পর্যায়ে "নবনিযুক্ত আইনজীবীর পরামর্শে" সংশোধনের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত করতে চান।

9. ষষ্ঠ আদেশের ১৭নং বিধি অনুযায়ী, বিচার শুরু হওয়ার পর সংশোধনের জন্য কোনও আবেদন অনুমোদিত হবে না, যদি না যথাযথ অধ্যবসায় সত্ত্বেও, বিচার শুরু হওয়ার আগে বিষয়টি উত্থাপন করা না যায়।(২০০৬) ১২ এস. সি. সি ১ -এ রিপোর্ট করা এ. এন. পান্ডে এবং অন্য একজন বনাম স্বামী কেশবপ্রকাশদাসজি এন. এবং অন্যান্য মামলার বিষয়ে ৪৩ নং অনুচ্ছেদে শীর্ষ আদালত সেই বিধানের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেছেঃ (এ. আই. আর ২০০৭ এস. সি ৮০৬) যা নিম্নরূপঃ

"৪৩.বিধানের অধীনে বিচার শুরু হওয়ার পরে সংশোধনের জন্য কোনও আবেদন অনুমোদিত হবে না, যদি না যথাযথ অধ্যবসায় সত্ত্বেও, বিচার শুরু হওয়ার আগে বিষয়টি উত্থাপন করা না যায়।এটি পেশ করা হয় যে, মামলার বিচার শুরু হওয়ার পরে, উপরের প্রয়োজনীয়তা পূরণ না করা পর্যন্ত কোনও আবেদন মঞ্জুর করা হবে না।সংশোধিত আদেশ ৬ বিধি ১৭ আইন কমিশনের সুপারিশের কারণে ছিল কারণ আদেশ ৬ বিধি ১৭, যা সংশোধনীর আগে বিদ্যমান ছিল, বিচার বিলম্বিত করতে আগ্রহী পক্ষগুলি দ্বারা আহ্বান করা হয়েছিল।মামলা-মোকদ্দমা সংক্ষিপ্ত করতে এবং মামলাগুলির নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করতে, ১৯৯৯ সালের সংশোধনী আইন দ্বারা কোড থেকে বিধি ১৭ মুছে ফেলা হয়েছিল।এটি সারা দেশে অনেক বিতর্ক/দ্বিধার সৃষ্টি করে এবং আদালত বয়কটেরও দিকে পরিচালিত করে এবং তাই, সিভিল প্রসিডিউর কোড (সংশোধনী) আইন, ২০০২ দ্বারা, সংশোধনী মঞ্জুর করার জন্য আদালতের ক্ষমতাকে স্বীকৃতি দিয়ে বিধানটি পুনরুদ্ধার করা হয়েছে, তবে, কিছু সীমাবদ্ধতা সহ যা নিয়মে যুক্ত নতুন বিধানে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।নীচে প্রদত্ত বিবরণগুলি দেখাবে যে বর্তমান মামলার তথ্যগুলি কীভাবে দেখায় যে আপিলকারীদের দ্বারা সংশোধনের মাধ্যমে উত্থাপিত বিষয়গুলি তাদের আদালতের মামলায় তাদের জ্ঞানের মধ্যে ছিল এবং আপিলকারীদের পক্ষ থেকে যথাযথ অধ্যবসায়ের অভাব প্রকাশ করে।"(জোর দেওয়া হয়েছে)

10. যদিও কোনও বিতর্ক নেই যে দেওয়ানি আদালতের মামলাটির যে কোনও পর্যায়ে সংশোধনের অনুমতি দেওয়ার সম্পূর্ণ বিচক্ষণতা রয়েছে, তবে আবেদনকারীকে ব্যাখ্যা করতে হবে যে যথাযথ অধ্যবসায় সত্ত্বেও, বিচার শুরু হওয়ার আগে এই ধরনের সংশোধনী করা যায়নি এবং পক্ষগুলির মধ্যে বিতর্কিত প্রকৃত প্রশ্নের বিচারের জন্য এই ধরনের সংশোধনী আবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। এখানে বিবাদী/আবেদনকারী এই বলে "যথাযথ অধ্যবসায়" ব্যাখ্যা করেছেন যে তিনি ১৯৮৮ সালে সমর্পণের দলিল কার্যকর করার ঘটনা স্মরণ করতে পারেননি এবং নতুন আইনজীবীর পরামর্শ অনুযায়ী পূর্ববর্তী আইনজীবীর মৃত্যুর পরে, আবেদনকারী তার আত্মসমর্পণ বিস্তারিত করতে চান।

আবেদনকারীর এই ধরনের আচরণ এই আদালতকে এই সিদ্ধান্ত রাখতে প্ররোচিত করে যে প্রস্তাবিত সংশোধনী বিলম্বিত কৌশল গ্রহণের জন্য প্রতিবাদী দ্বারা দায়ের করা হয়েছে যাতে ২০০০সালে প্রবর্তিত একটি মামলার সাথে সম্পর্কিত ১৯.০৪.২০১১ তারিখের উচ্ছেদের ডিক্রি প্রত্যাহত হয়।আমি এটাও মনে করি যে, এই ধরনের সংশোধনীর প্রার্থনার মাধ্যমে বিবাদী বিচার শেষ হয়ে মামলা দায়ের হওয়ার পর সময়কে পিছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল।

এই আদালতের একই একটি রায়ের সমর্থনে (২০০১) ২ ক্যাল এইচএন ৬৮১-এ রিপোর্ট করা হয়েছেঃ(এ. আই. আর. অনলাইন ২০০১ ক্যাল ৮) আখতার হোসেন ও অন্যান্য বনাম সুষমা রানী সাহু ও অন্যান্যদের বিষয়ে উল্লেখ করা যেতে পারে, যেখানে বলা হয়েছে যে কোনও সংশোধনী অনুমোদিত হতে পারে না যার অর্থ শেষ পর্যায়ে পুরো মামলাটি নতুন ভিত্তিতে পুনরায় বিচার করা হবে।

11. উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমি বিচার আদালতের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করার মতো কিছুই খুঁজে পাই না এবং আমার স্পষ্ট অভিমত যে সংশোধনের জন্য বর্তমান বিরক্তিকর আবেদনটি প্রতিবাদী/আপিলকারী দ্বারা আপিল আদালতে দায়ের করা হয়েছে যাতে অনির্দিষ্টকালের জন্য আপিল আদালতে কার্যধারা আরও বিলম্বিত আদেশ সুযোগ নেওয়া যায়, যাতে বাদী কর্তৃক প্রাপ্ত ডিক্রি প্রত্যাহত হয়।

প্রস্তাবিত সংশোধনী যা কেবল অসঙ্গতিপূর্ণই নয়, একটি স্পষ্ট পরবর্তী চিন্তাভাবনাও, যার অন্তর্ভুক্তির মোটেও প্রয়োজন নেই কারণ ভাড়াটিয়া স্বত্ব সমর্পণ সম্পর্কিত বিতর্ক ইতিমধ্যে বিচার আদালত দ্বারা বিশদভাবে বিবেচনা করা হয়েছে এবং অবশেষে রায় দেওয়া হয়েছে এবং স্পষ্টতই আপিল আদালত আপিল পর্যায়ে আত্মসমর্পণের রঙ পরিবর্তন করতে লিপ্ত হবে না, বিশেষত যখন আবেদনকারী ব্যাখ্যা করেননি যে যথাযথ অধ্যবসায় সত্ত্বেও প্রাথমিক পর্যায়ে এই ধরনের সংশোধনী করা যায়নি।

12. তদনুসারে সি ও ১৭৯৫/২০১৬ মামলাটি ২৫০০০ টাকা খরচের আদেশ সহ খারিজ করা হয়। আবেদনকারী 25, 000/- টাকা কলিকাতা উচ্চ আদালত লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটি-কে আদেশ প্রেরণের তারিখ থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে জমা করবেন আপিলের সাথে আরও এগিয়ে যাওয়ার পূর্বশর্ত হিসাবেএবং যদি এই ধরনের আমানত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে করা হয়, তা হলে আপিল আদালত পরবর্তী ছয় মাসের মধ্যে আপিল নিষ্পত্তি করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করবে।

এই রায়ের জরুরি ফটোস্ট্যাট প্রত্যয়িত অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, সমস্ত প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার পরে পক্ষগুলিকে সরবরাহ করা হবে।

আবেদন খারিজ করা হল।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।